দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB. 1 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

26

বরিশালের শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সঙ্কটসহ নানা অব্যবস্থা চলছে

বরিশাল ব্যুরো ঃ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একমাত্র চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজটি শিক্ষক সংকটসহ নানা অব্যবস্থায় অচলাবস্থার সম্মুখীন। এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অদূর ভবিষ্যতেই বৃটিশ মেডিকেল কাউন্সিল-এর অনুমোদনও হারাতে পারে বলে অভিযোগ উঠেছে। ১৯৬৭ সালে বরিশাল মেডিকেল কলেজটি চালুর পরে এ ধরনের চরম অব্যবস্থা আর কখনো দেখা দেয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের অভাবে এখন সুষ্ঠু লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন বিভাগে মাসের পর মাসই নয়, বছরের পর বছর ধরেও শিক্ষক নেই। ফলে এখান থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা কি ধরনের চিকিৎসক হবে, আর মানুষের কি চিকিৎসা করবে তা নিয়ে এখন বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছে।

গত পাঁচ বছরাধিককাল ধরে বরিশাল শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রিন্সিপাল নেই। ভাইস প্রিন্সিপাল-এর পদটিও ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে। প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল পদ বাদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ১২৮ জন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, কিউরেটর, প্রভাষক, মেডিকেল অফিসার ও প্যাথলজিস্টের পদের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১৭টি পদে নিয়মিত শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া বাকী সব পদগুলোই চালাচ্ছেন অতিরিক্ত দায়িত্ব, চলতি দায়িত্ব ও পদের বিপরীতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ। ৫২টি পদে কোন শিক্ষকই নেই। সমগ্র মেডিকেল কলেজটিতে বর্তমানে মাত্র ১ জন অধ্যাপক রয়েছেন। অথচ পদের সংখ্যা ২১টি। বর্তমানে বরিশাল শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজে ২১ জন অধ্যাপকের মধ্যে ঐ ১ জনই নিয়মিত, ১ জন চলতি দায়িত্বে ও ৬ জন পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া ১৩টি অধ্যাপক পদ শূন্য রয়েছে। ২৮ জন সহযোগী অধ্যাপক-এর মধ্যে নিয়মিত কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৩ জন। এছাড়া ৮ জন চলতি দায়িত্বে ও ১১ জন সহকারী অধ্যাপক ঐসব পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন। ৬টি বিভাগে কোনো সহযোগী অধ্যাপকই নেই। ২৯ জন সহকারী অধ্যাপক-এর মধ্যে মাত্র ৫ জন কর্মরত আছেন। ১৬ জন আছেন চলতি দায়িত্বে। ৮টি পদ সম্পূর্ণ শূন্য। ২ জন কিউরেটর-এর মধ্যে আছেন ১ জন। ৪০ জন প্রভাষক-এর ১ জনও নেই। তবে ১৫ জনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। ১ জন আছেন চলতি দায়িত্বে। ২৪টি পদ সম্পূর্ণ শূন্য। প্যাথলজিস্টেরও-২টি পদের মধ্যে একটি শূন্য দীর্ঘদিন যাবত।

দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির লেখাপড়ার পাশাপাশি সংলগ্ন হাসপাতালটির প্রতিও মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম কোন নজর নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। গত পাঁচ বছরাধিককাল যাবত এ মেডিকেল কলেজটিতে গাইনি বিভাগে কোনো অধ্যাপক যোগ দেননি। যাদেরই বদলি করা হয়েছে, তদবিরের জোরে তা কয়েক মাসের মাথায়ই বদলি হয়েছে। ডাঃ সুলতানা জাহান নামে একজন অধ্যাপককে মাস কয়েক আগে এখানে গাইনি বিভাগে বদলি করা হলেও তিনি আজ পর্যন্ত যোগ দেননি। এখানে আদৌ তিনি যোগ দেবেন বলে মনে করছেন না কলেজ প্রশাসন।

বিশাল এ মেডিকেল কলেজটির সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের অভাবে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বনার শিকার। দীর্ঘদিন যাবত এখানে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, অপথলমোলজি, ইএনটি, অর্থোপেডিক, রেডিওলজি, ব্লড ট্রান্সফিউশন, শিশু, এনাটমী, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, ফার্মাকোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন ও ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক নেই। এসব বিভাগে সহযোগী, সহকারী অধ্যাপক ছাড়াও প্রভাষকেরও বহু পদ শূন্য হয়ে আছে এছাড়াও সাইকেট্রিক, কার্ডিওলজি, চর্ম ও যৌন, নেফ্রোলজি বিভাগগুলোতেও শিক্ষক সংকট প্রকট।

বহু দেন-দরবারের পরে ১৯৯৪ সালের বৃটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল বরিশাল শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজটিকে স্থগিত প্রদান করে চার বছরের জন্য। যা আগামী মার্চ মাসেই শেষ হয়ে যাবে এবং খুব শিগগির কলেজটির সার্বিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ একটি বৃটিশ মেডিকেল ডেলিগেট বরিশালে আসারও কথা রয়েছে। কিন্তু কলেজটির প্রতিটি বিভাগেই চরম শিক্ষক সংকটের মুখে ঐ অনুমোদন নবায়ন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ইতোমধ্যেই সার্বিক বিষয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এব্যাপারে ঢাকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি।

এদিকে শিক্ষক সংকট ও বৃটিশ মেডিকেল কাউন্সিলের স্বীকৃতি বাতিলের আশংকা ছাত্র-ছাত্রীদের মনেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কলেজের এ শিক্ষক সংকট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও সংকটাপন্ন করে তুলেছে।